[redacted]

[redacted]

জীবননগরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জীবননগরে বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, নিরাবতা পালন,শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে ।

শনিবার সকালে উপজেলা প্রশাসকের কার্য্যলয় চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

শনিবার সকাল ৭টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে এক মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়। শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে ১৫ আগস্টের কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,জীবননগর পৌর সভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনখাঁন,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাই -ফ্লো অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন

মানব সেবাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বি এন্ড টির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোখলেচুর রহমান টিপু তরফদারের নিজস্ব অর্থায়নে জীবননগর উপজেলায় করোনয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য হাই -ফ্লো অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর ।

জানা গেছে, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য রয়েছে ৮টি বেডসহ ভিআইপি ক্যাবিন । যার নিচ তলায় রয়েছে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও ভিআইপি ক্যাবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহারের ব্যবস্থা।

চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সাধারন রোগীদের জন্য সব সময় মজুদ করে রাখা হয়েছে । হাই ফ্লো অক্সিজেন প্লান্টের মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনায় আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিতে পারবেন ।

এ ব্যাপারে বিএন্ড টি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেচুর রহমান টিপু তরফদার বলেন, বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই আমার নিজস্ব অর্থায়নে গত ২৮ শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত আমার চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় নেতাকর্মিদের মাধ্যমে ১৩হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তা প্রদান করেছি ।

শুধু তাই নয় গত ১৫-৫-২০ইং থেকে ৯-৮-২০ইং তারিখ পর্যন্ত দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলায় ৯৩জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৭৪টি

পরিবারে লকডাউনে পড়েছিলেন আমার নেতাকর্মিদের মাধ্যমে তাদের প্রতি পরিবারের মাঝে ৩০ কেজি চাউল ১৫ কেজি আলু নগদ ২হাজার থেকে ৬হাজার পর্যন্ত টাকা প্রদান করেছি ।

জীবননগর উপজেলার সাধারন মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমি জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করলাম।যাতে করে জীবননগর উপজেলায় যে সমস্থ ব্যাক্তি করোনায়া আক্রান্ত হয়ে এখানে নিরাপদে চিকিৎসা নিতে পারে ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাপিজুর রহমান,উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন ,জীবননগর পৌর সভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ,ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,

জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিপ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন,ডাঃ জুলিয়েট পারউইন,ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু প্রমুখ।

জীবননগরে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলা জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া আলমসাধু গাড়ী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উথলী গ্রামের রহিম মিয়ার ছেলে আলমসাধু চালক সোলাইমান হকের (২৫) মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ১৫ আগস্ট শনিবার ভোরের দিকে হারদা- চাঁন পুর বিলে মাছে আনতে যাওয়ার পথে আন্দুলবাড়ীয়া হাইস্কুলের কাছে পৌছালে আলমসাধু গাড়ী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা দিলে চালক গুরুত্ব আহত হয়। পরে স্থানীয় লোক জন তাকে উদ্ধার করে জীবননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

পরে অবস্থার অবনতি ঘটলে চালকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন তিনি। এই সড়ক দুর্ঘটনার নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

আলমডাঙ্গায় যুবক অপহরণ, মুক্তিপণে বাড়ি লিখে নেওয়ার অভিযোগ

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্ত এরই মধ্যে মালদ্বীপ প্রবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরন করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের

পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারন করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে শনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্ত এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরনের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, মাহিন উদ্দিন গ্রামে থেকে তার ছেলেকে দিয়ে এই চক্রান্ত করেছে। এখন তিনি পুরোপুরি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। থানায় আর্জি জানিয়ে তিনি এই চক্রান্তের সুষ্ঠু বিচার চান।

আলমডাঙ্গায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্বামী পলাতক

আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালানোর অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে।

আলমডাঙ্গায় পাঁচ বছরের নাতনীকে ধর্ষন করলো নানা

আলমডাঙ্গার ছত্রপাড়া গ্রামে চকলেটের লোভ দেখিয়ে পাঁচ বছরের এক মেয়েকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে ধর্ষিতার নানার বিরুদ্ধে। বুধবার বিকেলে ধর্ষনের ঘটনা ঘটে। রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করলে নানা আব্বাস আলীকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা গেছে, ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামের জামাল উদ্দিনের পাঁচ বছরের মেয়ে বুধবার বিকেলে বাড়ির বাইরে খেলা করছিল। এ সময় মেয়েটির নানার চাচাত ভাই আব্বাস আলী (৪৫) তাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে বাড়ির নির্জন একটি কক্ষে নিয়ে ধর্ষন করে বলে অভিযোগ ওঠে। মেয়েটি বাড়িতে এসে তার আপন নানাকে সব ঘটনা বলে দেয়।

রাতেই মেয়েটির নানা আলমডাঙ্গা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার সকালে থানার এসআই আমিনুল ইসলাম আব্বাস আলীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, শিশু ধর্ষনের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদৗল্প শুরু করে। এর সত্যতা পেয়ে অভিযুক্ত আব্বাস আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দর্শনায় জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

শোকাবহ ১৫ আগস্ট বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দর্শনা পৌরসভায় ও পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে পৃথক পৃথক ভাবে

প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গতকাল বুধবার বিকালে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কার্যালয়ে আগামী ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর (এমপি)।

সভার শুরুতে আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত সিরাজুল ইসলামের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সকলে ১মিনিট নীরবতা পালন করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা উপজেলার সকল পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান গণ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে গতকাল দুপুরের দিকে পৌরসভার সভা কক্ষে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান এর সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ও বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছোট পরিসরে হলেও সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে দোয়া অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করবেন এবং প্রতিটা মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠানের জন্য বলেন।

দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে গত সোমবার আল্টিমেটাম দেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় তাকে। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর সোমবার দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি গোপনে জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে থাকেন।

বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন। এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুনরায় সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁরা দু‘জনে মামুন বাবরকে সরকারি নিয়মে অফিস করতে আল্টিমেটাম দেন।

তিনি বিকেলের দিকে অফিসে এলে তার জন্য গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করতে থাকেন। তার খামখেয়ালীপনায় মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলেও তাকে স্মরন করিয়ে দেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি কোন কোন দিন আসেন দুপুরে আবার কোন কোন দিন আসেন বিকেলে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অফিসের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অসহায় হয়ে থাকেন। হাতে গোনা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি দলিল লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে। এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুন বেড়ে যায়।

তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

আপনার দেওয়া আল্টিমেটামের পরেও মামুন বাবর বুধবার ১টা ১০ মিনিটে অফিসে আসেন জানালে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, তার ক্ষমতার হাত কতবড় লম্বা সেটা আমরা দেখব। তিনি বলেন, মামুন বাবর জানেন না, সবচেয়ে হাত বড় এদেশের জনগণের।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, আমরা সরকারি আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে অফিসে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে বলেছিলাম। তিনি শোনেন নি। এখন আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি।